এডিপি কর্তন

উন্নয়নে অনীহ সরকার

চলতি অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট ১১% কমিয়ে দিয়েছে সরকার। প্রশ্ন উঠেছে উন্নয়নে সরকারের প্রকৃত আগ্রহ ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে... লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারের প্রকৃত আগ্রহ কতখানি সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। আর আগ্রহী হলেও সেটা কতখানি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তিতে আর কতখানি তাৎক্ষণিক বাহবা কুড়ানোর জন্য সেটাও এখন বিশ্লেষণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বিগত সরকারগুলোর মতো এখনকার সরকারও দাবি করে যে, তারা জনগণের জন্য এবং জনগণের তথা দেশের উন্নয়নে তারা মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছে। কিন্তু কথার সঙ্গে কাজের মিল না রাখাই বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের চরিত্র আর ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের এই প্রবণতাকে জোরেশোরে বজায় রাখতে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে থাকে দেশের আমলাগোষ্ঠী, রাজনীতির পালাবদলে যারা কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। নিজেদের আখের গোছানোর যাবতীয় কাজ এই আমলারা নিপুণভাবে করে থাকে রাষ্ট্র ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহারের মাধ্যমে। ফলে দেশ ও জনগণের উন্নয়ন ধারাটি ক্ষীণই থেকে যায় বছরের পর বছর। বরং মাঝখান থেকে কিছু সুবিধাবাদী গোষ্ঠী আমলা-রাজনীতিবিদদের যোগসাজশে মাখন তুলে নেয়।

উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারের আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন তোলা এজন্যই যে, গত অর্থবছরের ন্যায় চলতি ২০০২-০৩ অর্থবছরেও সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বা উন্নয়ন বাজেট কেটে ছোট করেছে। চলতি অর্থবছরের বাজেট পেশ করার সময় ১৯ হাজার ২০০ কোটি টাকার বিশাল এডিপি ঘোষণা করা হয়। তখনই আশঙ্কা করা হয়েছিল যে এই এডিপি কতখানি বাস্তবায়নযোগ্য ও বাস্তবতানির্ভর। কারণ তার আগের বছরের অর্থাৎ ২০০১-০২ অর্থবছরের ১৯ হাজার কোটি টাকার এডিপিকে দুই দফায় কেটে-ছেঁটে করা হয়েছিল ১৬ হাজার কোটি টাকা। সে সময় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেছিলেন, অনেক অপ্রয়োজনীয় ও বাস্তবতাবর্জিত প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে আয়তন বাড়ানো হয়েছিল। আর তাই সেগুলো বাদ দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এজন্য তিনি সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়াকেও দোষারোপ করেছিলেন। এটা অবশ্য ঠিক যে, নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ সরকারের কৃতিত্ব ফলাও করে দেখানোর সুযোগ নিতে শাহ কিবরিয়া বিশাল আয়তনের এডিপি তৈরি করেছিলেন এবং এটা করায় তাকে মদদ যুগিয়েছিলেন তৎকালীন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী 'খালকাটার পিএইচডিধারী' মহীউদ্দীন খান আলমগীর।

কিন্তু এক বছরের ব্যবধানে আবারও দু'দফায় এডিপি কেটে ছোট করতে হলো সাইফুর রহমানকে। প্রথমে ১৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকায় এবং তারপর ১৭ হাজার ১০০ কোটি টাকায় নামানো হলো এডিপি। গত ২৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটির নির্বাহী পরিষদের সভায় (একনেক) এই সংশোধিত এডিপি অনুমোদিত হয় যাতে ১৮২টি প্রকল্প বাতিল করা হয়। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে মানে জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে মূল এডিপির মাত্র ৩০% প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে এই সময়কালে মোট ৫ হাজার ৭২১ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ হয়েছে। অর্থমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, পর্যাপ্ত বিদেশী সাহায্য না পাওয়া ও বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে শ্লথগতির কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। মূল এডিপি বরাদ্দের ৫৪% অর্থায়ন হওয়ার কথা ছিল দেশী সম্পদ তথা রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে, যার পরিমাণ ১০ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা। বাকি ৪৬% অর্থায়ন হওয়ার কথা ছিল বিদেশী সাহায্য থেকে, যার পরিমাণ ৮ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। কিন্তু অর্থবছরের মাঝামাঝির হিসাব নিয়ে দেখা গেল যে দেশীয় উৎস থেকে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৪ হাজার ৯২ কোটি টাকা আর বিদেশী উৎস থেকে ১ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা।

এডিপির এহেন অবস্থার জন্য বিদেশী সাহায্য প্রাপ্তির অভাবকে দায়ী করেছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি এও বলেছেন, আন্তর্জাতিকভাবে বিদেশী সাহায্য প্রবাহ কমে যাওয়ায় বাংলাদেশে সাহায্য কমেছে। আবার বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে

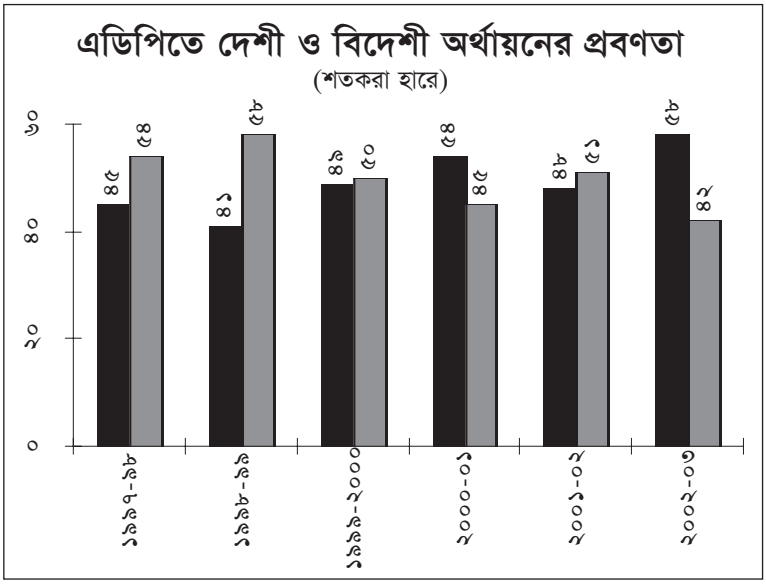

দাতাগোষ্ঠীর মনমতো অগ্রগতি না হওয়ায় অনেক সাহায্যও পাওয়া যায়নি বা প্রতিশ্রুত সাহায্য ছাড় করানো যায়নি। পাশাপাশি তিনি এও স্বীকার করেছেন, বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে শ্লথগতির কারণে অনেক উন্নয়ন কর্মকান্ড অগ্রসর হতে পারেনি।

তবে অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা অর্থমন্ত্রীর এই কার্যকারণের সঙ্গে পুরোপরি একমত হতে পারেননি। তারা বলছেন, পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব মূল কারণ নয়, বরং সম্পদ ব্যবহারে অদক্ষতা এবং প্রকল্প নির্বাচনে যথাযথ অগ্রাধিকার প্রয়োগ না করা এডিপি বাস্তবায়নে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ, যেদিকে সরকার মোটেও নজর দিচ্ছে না। রাজনৈতিক বিবেচনায়ও এমন অনেক প্রকল্প নেয়া হচ্ছে যার প্রয়োজন-অপ্রয়োজন যাচাই করা হচ্ছে না। দলীয় নেতা-কর্মীদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণে কিছু কিছু অর্থ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু যে রাস্তা নির্মাণে ১ কোটি টাকা প্রয়োজন সে রাস্তা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১০ লাখ টাকা। এভাবে বছরের পর বছর ধরে একই প্রকল্পে অল্প অল্প অর্থ বরাদ্দ দিয়ে পুরো কাজটিকেই অকার্যকর করে ফেলা হচ্ছে। ফলে ১ বছরের কাজ ১০, ২০ এমনকি ৫০ বছরেও শেষ হবে না এমন অনেক প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলেছে। আবার বহু প্রকল্প আছে যেগুলো অনুমোদন দেয়া হয়নি। আর যখন অনুমোদন দেয়ার জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয় তখন দেখা যায় যে কাজ প্রায় শেষ। ফলে অপ্রয়োজনীয় হয়ে থাকলেও তার অনুমোদন দিতেই হয়।

‘এক বছরের ব্যবধানে আবারও দু’দফায় এডিপি কেটে ছোট করতে হলো সাইফুর রহমানকে । প্রথমে ১৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকায় এবং তারপর ১৭ হাজার ১০০ কোটি টাকায় নামানো হলো এডিপি’

উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে সরকারের মন্ত্রীদের আসলে সুদূরপ্রসারী কোনো দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে কি না সেটা নিয়েও সন্দেহ দেখা দেয় তাদের কথাবার্তার কারণে। চলতি এডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে মোট বরাদ্দের প্রায় ২৩%। অথচ যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা প্রায়ই যেসব বাস্তবতাবর্জিত কথা বলেন তাতে এই খাতের পরিণতি কি হবে তা নিয়ে ভাবিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। দেশের বিদ্যমান রেল কাঠামোর যথাযথ সংস্কার করার কথা না ভেবে যিনি ইলেকট্রিক ট্রেন চালানোর মতো স্বপ্নবিলাসী হয়ে ওঠেন তিনি পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় কতখানি উন্নয়ন ঘটাবেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বস্তুত, এসব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কোনো অনুমোদিত প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকল্পের মেয়াদ দীর্ঘ করে স্বল্প সম্পদ বরাদ্দ না দেয়ারও কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প বা কর্মসূচি নিলে তা কখনই ফলপ্রসূ হবে না। গুণগত দিক ও প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে হবে। এনইসি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্পদের সংস্থান বা অর্থায়ন নিশ্চিত করে প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তার এই নির্দেশে কতোটা কাজ হবে সেটা নিয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। আমলা-মন্ত্রীরা নিজেদের বখরা নিশ্চিত করার ওপরই বেশি জোর দিয়ে থাকেন।

আরেকটি লক্ষণীয় দিক হলো, ব্যয় কমাতে গিয়ে সরকার কিন্তু উন্নয়ন ব্যয়ের ওপরই কাঁচি চালাতে অভ্যস্ত। রাজস্ব ব্যয় কমানোর কোনো চেষ্টা সরকারের নেই। বিশেষ করে রাজস্ব ব্যয়ের ৭৫% যেখানে অনুৎপাদনশীল খাতে চলে যাচ্ছে সেখানে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ না করার চেষ্টা সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবই প্রতিফলিত করে। উন্নয়ন কর্মকান্ড জোরদার না করলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। উন্নয়ন কর্মকান্ড পল্লী অঞ্চলে সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি করে দেয়। সরকারকে এই বাস্তবতাবোধ থেকে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে। লোক দেখানো উচ্চাভিলাষী এডিপি করে পরে তা কমিয়ে আনার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই।

তবে এ বিষয়টি সরকারের মগজে ঠিক মতো ঢুকেছে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে অর্থমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, আগামী ২০০৩-০৪ অর্থবছরের এডিপি হবে চলতি সংশোধিত এডিপির চেয়ে ২০% থেকে ২৫% বেশি। তার মানে ঘুরেফিরে আবারও সেই ১৯ হাজার কোটি টাকার মতো বা তারচেয়ে বেশি অঙ্কের এডিপি প্রণয়ন করার কথা ভাবছে সরকার। ধারণা করা যায়, এই ভাবনার মূলে রয়েছে আইএমএফের কাছ থেকে ২০ থেকে ৩০ কোটি ডলার পাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক সাহায্য দেবে ধরে নিয়ে বিশাল এডিপি করার পর যদি দাতাগোষ্ঠী কোনো অছিলায় তা দিতে না চায় তখন কি হবে? আবারও এডিপি কর্তন? এভাবে উন্নয়নের ধারা থেকে সরকারেরও বারবার পিছু হটা কি দেশের জন্য মঙ্গলজনক?